প্রথম আলো

তারিখ AUG 29 2006
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৮

কোরিয়ায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

হোমপ্লাস নামের একটি সুপার মার্কেট কোরিয়ার সুয়ন শহরের নাগরিকদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত, কমপক্ষে বিদেশী ছাত্র এবং নাগরিকদের কাছে। ২৪ ঘণ্টা খোলা এবং কিছুটা ইংরেজি ভাষার প্রচলন আছে সেখানে।

একদিন হোমপ্লাস সুপারমার্কেট থেকে একজন ছাত্র দুহাতে ভারি ব্যাগ নিয়ে বের হচ্ছে রাত ১১টার দিকে। এমন সময় ১৩-১৪ বছর বয়সী একটি ছেলে দ্রুতবেগে বের হয়ে যাওয়ার সময় গেটে থেমে গেল এবং গেটটি খুলে রাখল যাতে করে বিদেশী ছাত্রটি ব্যাগগুলো নিয়ে সহজে বের হতে পারে। ছাত্রটি কিছুটা ইতস্তত করায় ১৩-১৪ বছর বয়সী ইংরেজি না জানা ছেলেটি যা বোঝাল তা হলো, আমি কোরীয় আর তুমি বিদেশী, তাই তোমাকে আগে যেতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণত যেসব ১৩-১৪ বছর বয়সী ছেলে-মেয়ে রাত ১১টায় বাসার বাইরে থাকে তাদের খুব ভালো বলার সুযোগ নেই। ছেলেটি কোরীয় হলেও হয়তো তাকে দারুণ ভালো বলার সুযোগ নেই। পড়ালেখা ছেড়ে রাত ১১টায় সুপার মার্কেটে দৌড়াদৌড়ি করাটা তো তাইই বলে। তার পরও বিদেশী নাগরিকদের প্রতি তার সম্মানবোধ কিন্তু গোটা কোরিয়া জাতি হিসেবে কতটা উন্নত হয়েছে তার পরিচয় বহন করে।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন ছাত্র, ছাত্র পরিবার একটি ভবনের বিভিন্ন কক্ষে বাস করে। ভবনের কোরীয় মালিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোকের বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার দারুণ আগ্রহ। বাংলাদেশের ছাত্রদেরও দারুণ প্রশংসা করেন। ইংরেজি বিদ্যার ঘাটতি থাকলেও আমাদের ছাত্রদের ভালো দিকটি প্রকাশ করতে অত্যন্ত উদ্যোগী এবং তৎপর। ভদ্রলোকের স্ত্রীও ইতিমধ্যেই বাংলাদেশি ছাত্রদের স্ত্রীদের সঙ্গে দারুণ সখ্য গড়ে তুলেছেন। সময়ে-অসময়ে খাবারসহ অন্যান্য জিনিসও বাংলাদেশের ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন। আমি আশ্চর্য হব না যদি এই দম্পতি অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের উদ্যোগে আমাদের দেশে বেড়াতে আসেন। আমার দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে একটি খাঁটি মধুর বোতল উপহার দিলেন তারা। সাপ্তাহিক বাজারের জন্য বাংলাদেশের ছাত্রদের নিজের গাড়িতে করে আকর্ষণীয় বাজারে নিয়ে যান—নিজের বাজারের জন্য নয়। কথা বললে তাদের আন্তরিকতা হৃদয়কে স্পর্শ করে।

বাংলাদেশের ছাত্ররাও এক অসাধারণ সমাজ গড়ে তুলেছেন কোরিয়ার সুয়ন শহরে। আমাদের দেশের যাতে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন না হয় তার জন্য তারা সদা সতর্ক যা আমাদের অনেক প্রবীণ এবং [illegible] মধ্যে নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক জুলিয়াস এবং মামুন সম্ভবত সর্বপ্রথম ছাত্র হিসেবে কিউইং হি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তারপর নিজেদের পড়ালেখা প্রশংসনীয় সাফল্যের সঙ্গে করার পাশাপাশি বাংলাদেশের ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের বসবাসকে সমস্যামুক্ত করার জন্য তাদের চেষ্টা নিরন্তর। বাংলাদেশের যেকোনো ছাত্রকে ইনচিয়ং বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানো থেকে শুরু করে স্থিতিশীল হওয়া পর্যন্ত সময়ের সব দায়িত্ব এই ছাত্রসমাজ সাফল্যের সঙ্গে পালন করছে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে ইংরেজিবিহীন সমাজে বাংলাদেশের একটি ছেলেকে সকল সমস্যা থেকে মুক্ত রাখছে সুয়নের বাংলাদেশী ছাত্রসমাজ। ঈদের জন্য সিউল যাওয়া থেকে শুরু করে যেকোনো অনুষ্ঠান কিংবা ভ্রমণের আয়োজন কতটা যত্নের সঙ্গে যে এরা করছে তার কোনো তুলনা নেই। ছাত্ররা যে এখানে খুব বড় অঙ্কের বৃত্তি পান এমনও নয়। মাঝেমধ্যেই এদের সঙ্গে খাওয়ার সুযোগ হয়েছে, কীভাবে তারা আয়োজন করেছে তা জানার উপায়ও নেই। আমি আরো আশ্চর্য হয়েছি এই জেনে যে বেশির ভাগ সময়ই ওই ভবনে বসবাসরত ছাত্ররা একসঙ্গেই কোনো না কোনো বাসায় খেয়ে থাকে, মোটেই পূর্বপরিকল্পিতভাবে নয়। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই আয়োজনে তারা কোনো হিসাবনিকাশেরও ধার ধারেন না। বিদেশে আমার ছাত্রজীবন দারুণভাবে প্রলম্বিত এবং বেশ কয়েকটি দেশে তা বিস্তৃত যার কোনোটায় সমৃদ্ধি বেশি ছিল আবার কোনোটায় কম। কিন্তু আমার কখনো মনে হয়নি, এত সুন্দর একটি সমাজে আমি বাস করেছি। ছাত্রদের মধ্যে সদ্ভাব ঈর্ষনীয়। একটি ছোট সমাজে এমনকি সবাই বাংলাদেশি হলেও যে কী চমৎকার একটি পরিবেশ তৈরি করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুয়ন শহরের বাংলাদেশী ছাত্ররা। হঠাৎ ডাকে, হঠাৎ আয়োজনে ১৬-১৭ জন বাংলাদেশী মুহূর্তের মধ্যে একটি বাসায়/জায়গায় জড়ো হচ্ছেন, রাস্তাটি যথেষ্ট ক্ষুদ্র হলেও বাসিন্দাদের বৃহৎ হৃদয়ের কাছে তা তুচ্ছ, প্রতিটি কাজে-কথায় প্রাণের স্পর্শ, আন্তরিকতার আবেশ। আমাদের দেশের যেকোনো দল, সমাজ, গোত্রের জন্য অনেক কিছু শেখার আছে কোরিয়া, প্রবাসী বাংলাদেশের এই তরুণ ছাত্রদের থেকে, যাদের অনেকেই বাংলাদেশে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন কিন্তু যাদের মধ্যে এতটুকু কূপমণ্ডূকতা নেই, সংকীর্ণতা নেই, নীচতা নেই। বাংলাদেশে যারা ২৫-৩০ বছর বাস করেছেন তারা নিঃসন্দেহে বিএনপি-আওয়ামী লীগমুক্ত ছিল না। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে এই [illegible] তৈরি করেছেন তা প্রশংসার দাবিদার। পড়ালেখায়ও বাংলাদেশের ছাত্ররা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করছেন, যার ফলে প্রতি বছরই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুয়ন শহরের বাঙালি সমাজের প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা আর আরো সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য শুভেচ্ছা।

এ পর্যন্ত যা বললাম তা নির্ভেজাল প্রশংসা। মনে হতে পারে, কোরিয়া দেশ হিসেবে এতই ভালো যে এমনকি অনেক বাঙালিও সেখানে ঝগড়া-ঝাটি না করে মিলেমিশে একত্র থাকতে পারেন। না, সব কিছুই যে ভালো লেগেছে তা বলা ঠিক হবে না। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির সময়ে আমাদের সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই বেশ আত্মতৃপ্তিতে ভুগবে এই জেনে যে, কোরিয়ায় দ্রব্যমূল্য একেবারেই মাত্রাতিরিক্ত। তার একটু ধারণা দেওয়ার জন্য বিশেষ করে হোমপ্লাস নামের সুপার মার্কেট থেকে কিছু কিছু দ্রব্যের মূল্য তুলে ধরলাম। সুবিধার্থে উয়ন-ডলারের হিসাবে না যেয়ে সরাসরি টাকায় রূপান্তর করে সংখ্যাগুলো লিখি। ডলারের ঊর্ধ্বগতির কারণে আত্মতৃপ্তির মাত্রাটি আরেকটু বৃদ্ধি পেতে পারে।

এক লিটার দুধের দাম ১০৫ টাকা, লেটুস আর পালং শাকের দাম যথাক্রমে ৯০ ও ৬০ টাকা। ভাববেন না, শেষোক্ত সংখ্যাগুলো কেজিপ্রতি বরং প্রতি ১০০ গ্রামের দাম। সাধারণ সুপারমার্কেটগুলোয় যেকোনো দ্রব্যের লেবেলে দুটি সংখ্যা লেখা থাকে, তার একটি ওজন সংক্রান্ত অন্যটি দাম সংক্রান্ত। একবার তো বিপদেই পড়লাম। সুন্দর গরুর মাংসের লেবেলের ওপর লেখা রয়েছে ১০০ এবং ৮০০০, প্রথমটি ওজন পরেরটি মূল্য অর্থাৎ উয়ন। ১ হাজার উয়নে এক ডলার। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় ১০০ গ্রাম গরুর মাংসের দাম ৮ ডলার। তা তো আর হতে পারে না, তাই মনে করলাম আসলে দামটি এক কেজির জন্যই। যা হোক, পরবর্তী সময়ে জানতে পারলাম, আসলে ১০০ গ্রামের দামই ৮ ডলার অর্থাৎ ৫৬০ টাকা!

ত্রিশটি ডিমের দাম ২৮০ টাকা, ১০০ গ্রাম টমেটোর দাম ৪০ টাকা, কাঁচামরিচের দাম ৪০০ টাকা কেজি (বাংলাদেশে কাঁচামরিচের দাম ১২৪ টাকা কেজি হতেই আমাদের কোনো লেখিকা মরিচের বিনিময়ে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার কথা লিখেছিলেন), ছোট ছোট চারটি শশার দাম ৭০ টাকা, ১০০ গ্রাম কলার দাম ১৫ টাকা, একটি নারিকেলের দাম ১৩০ টাকা, পাঁচটি লেবুর দাম ২৮০ টাকা, একটি মাঝারি সাইজের আনারসের দাম ৯০০ টাকা, এক কেজি আঙুরের দাম ৪০০ টাকা, এক কেজি পিয়াজ, আদা, বাঁধাকপি, ফুলকপির দাম [illegible] শুঁটকি মাছ কেজিপ্রতি ২ হাজার ১০০ টাকা, চিংড়ি ২ হাজার টাকা, ছোট ইলিশ ১ হাজার ১২০ টাকা, চাল ২১০ টাকা, তেল ২৮০ টাকা লিটার, শুকনা চিংড়ি ৭ হাজার টাকা, ফুজি ফিল্ম ৩২০ টাকা। ৮০০ গ্রাম ওজনের পাউরুটির দাম ১২০ টাকা। মোটের ওপর দামগুলো দেখলে মাথার চুল দাঁড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম। আমাদের ছাত্ররা যে দুই কক্ষবিশিষ্ট বাসাগুলোয় থাকে, যার মিলিত ক্ষেত্রফল [illegible] বড় জোড় ২০০ বর্গফুট, তার ভাড়া হলো [illegible] ২৫ হাজার টাকা। প্রতি মাসে এর অতিরিক্ত বিল তো রয়েছেই। অবশ্যিই দাউই, হুন্দাই কিংবা অন্যান্য নামকরা কোম্পানির তিন বেডরুম বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া ৭০-৮০ হাজারের মধ্যেই পাওয়া যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে বড় অসুবিধা হলো শর্ত। যেমন অনেক ক্ষেত্রে দুই বছরের জন্য ভাড়া নিতে হবে এবং অগ্রিম ৫০-৬০ লাখ টাকা। তবে অগ্রিমের দ্বিগুণ দিলে হয়তো ভাড়া কম হবে। এই দামগুলো আমাদের সরকার বাহাদুর মাইক ভাড়া করে প্রচার করতে পিছপা হবেন না। তবে এর সংশ্লিষ্ট আর্থিক সূচকগুলো নিশ্চয়ই তার পছন্দের হবে না। আমাদের মাথা পিছু আয় যখন ৪৪৪ মার্কিন ডলার, সেখানে কোরিয়ার মাথাপিছু আয় ১২-১৩ হাজার মার্কিন ডলার। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যকে ৩০ দিয়ে ভাগ করে দেখতে হবে আমাদের মাথার চুলগুলো দাঁড়িয়ে যায় না ঢেউয়ে ঢেউয়ে শুয়ে থাকে। যে দেশের মানুষের থালায় কেবল ভাতই শোভা পেত, কুকুর খাওয়া জাতি হিসেবে যাদের অবজ্ঞা করা হতো, তুচ্ছ করা হতো, যে দেশকে জাপান উপনিবেশ বানিয়ে লজ্জা ও গ্লানিতে আপ্লুত করেছে, যে দেশের ছাত্ররা ৩০-৪০ বছর আগেও বাংলাদেশে পড়তে এসেছেন তাদের মাথাপিছু আয় আমাদের ত্রিশ গুণ, তাদের ইলেকট্রনিক দ্রব্য সামগ্রী প্রায় সারা পৃথিবীতে স্থান করে নিয়েছে, ইন্টারনেটের ব্যবহারে যারা শীর্ষস্থানীয় দেশ, তাদের ভারী শিল্পের ফ্রিগেট, জাহাজ নানা দেশের নৌবন্দর সুসজ্জিত করছে। কোরিয়ার অগ্রগতি থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। দেহে, শক্তিতে, গড়নে আমাদের থেকে এমন কিছু ভালো নয় কোরীয়রা, ভূখণ্ডও বেশ ছোট, তাও আবার শতকরা ৮০ ভাগ পাহাড় বিধ্বস্ত। সেই দেশ এখন এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত দুটি দেশের একটি এবং তা সম্ভব হয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েই। আমরা, আমাদের নেতা-নেত্রীরা কোরীয়দের মতো, তাদের নেতাদের মতো দূরদর্শী হোক—এ আমাদের সবার কামনা।

মোহাম্মদ কায়কোবাদ : অধ্যাপক, নর্থ সাউথ [illegible]